4th Semester

CC – 10, PD maam





## জাতি সংক্রান্ত প্লেটোর মতবাদ :–

সামান্য বা সাধারণ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি - এবিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। বস্তুবাদ, নামবাদ ও ধারণাবাদ তিন প্রকারের ব্যাখ্যা লক্ষ্যণীয় আছে জাতি সম্বন্ধে।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সামান্য বা জাতি সম্পর্কে মতবাদ হল বস্তুবাদী জাতিতত্ত্ব। বস্তুবাদী মত অনুসারে বাহ্য জগতে মন নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে, প্লেটোর মতেও জাতি বা সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

সামান্য হল বিভিন্ন বিশেষ বস্তুর মধ্যে সমান ধর্ম, যেমন - এই গোরু, ওই গোরু এই বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ গোরুর সামান্য ধর্ম হল 'গোত্ব'। 'গোত্ব' সামান্যের দৃষ্টান্ত হল বিশেষ বিশেষ গোরু। এই কারণেই



প্লেটো দুটি ভিন্ন জগতের উল্লেখ করেছেন - দেশকালে স্থিত বিশেষের জগৎ ও দেশকালাতীত সামান্য বা জাতির জগৎ, প্লেটোর এই মতবাদকে তাই দ্বিজাগতিক তত্ত্ব (Two World theory) বলা হয়। বিশেষের জগৎ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। সামান্যের জগৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ, বিশেষের জগৎ দেশ ও কালে অস্তিত্ববান, সামান্যের জগৎ দেশকালাতীত রূপে সত্তাবান। সুতরাং সামান্য হল বিশেষ অতিরিক্ত রূপে সত্তাবান।

সামান্য হল এক আদর্শের জগৎ, বাস্তব জগতের বিশেষ বস্তুগুলি, যেমন - টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি হল সামান্য বা জাতিরই অনুকরণ মাত্র। অর্থাৎ বাস্তব জগতে যে বিশেষ বস্তু যা আমরা দেখি সেগুলি সংশ্লিষ্ট জাতিরই অনুকরণ মাত্র (টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি)। কিন্তু এই বিশেষগুলি



Scanned with CamScanner

মূল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য, কিন্তু এই বিশেষের অতিরিক্ত সামান্য হল বুদ্ধিগ্রাহ্য। এই জাতি বা সামান্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য তা হল প্রকৃত সত্তা, কিন্তু বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি হল সামান্যের নকল বা অনুকরণমাত্র, এই সামান্য না থাকলে বিশেষ থাকতে পারে না, যেমন- গোত্ব না থাকলে বিশেষ গোরু থাকতে পারে না। কিন্তু বিশেষ না থাকলেও সামান্য থাকতে পারে। বিশেষ বিশেষ গোরু না থাকলেও 'গোত্ব' জাতি থাকতে পারে। গোত্ব — এই জাতিকে অনুকৃতির অনুকরণ করেই বিশেষ গোরুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়,

'মনুষ্যত্ব', 'শুভত্ব' প্রভৃতি সামান্য সম্পর্কে আলোচনা করলেও প্লেটো তিন ধরনের সামান্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন — (১) নান্দনিক, (২) নৈতিক ও (৩) গাণিতিক।



নৈতিকতা ও গাণিতিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্লেটো জাতি সামান্যের আলোচনায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন,

নৈতিকতা — বাস্তব জগতে পূর্ণ বা পরম কল্যাণ, পূর্ণ সত্য বা চরম ন্যায় বলে কোন কিছু নেই। আমরা কেবল কয়েকটি কল্যাণজনক, ন্যায়সম্মত মনুষ্যকৃতির উল্লেখ করতে পারি, মানুষের নীতিও ~~~~ ত্রুটিমুক্ত নয়, কারণ বাস্তবে সেসব আচরণের প্রকাশ ~~~~ ঘটে সেগুলিতে ঐসব পূর্ণ আদর্শের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে না।

~~~~ বাস্তবে পূর্ণ সত্য বা পরম কল্যাণ বলে কিছু না থাকলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতিরিক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে ~~~~ সামান্যের অস্তিত্ব আছে। নৈতিক সামান্য বলে কোথাও কিছু না থাকলেও মানুষের নৈতিকতা কোন

June 2012
1f 2s 3s 4m 5t 6w 7t 8f 9s 10s 11m 12t 13w 14t
15f 16s 17s 18m 19t 20w 21t 22f 23s 24s 25m 26t 27w 28t
29f 30s

Scanned with CamScanner
~~~~

কর্মকেই ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদিরূপে বিচার করা সম্ভব হতে পারে না।

• **গাণিতিক বা জ্যামিতিক :-** এই জগতে নিখুঁত ত্রিভুজ বা বৃত্ত বলে বাস্তবিক কিছু নেই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেসব অঙ্কিত ত্রিভুজ বা বৃত্ত আমরা দেখি, সেগুলি হল অসম্পূর্ণরূপে নিখুঁত ত্রিভুজ বা বৃত্তের কমবেশী অনুকরণমাত্র।

∴ বাস্তবজগতের কোন ব্যক্তি বা বস্তুই জাতির আদর্শে পৌঁছাতে পারে না। বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি জাতির অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র। বাস্তব জগতে চরম ন্যায়, চরম সততা না থাকলেও



চরম ন্যায়, চরম সততা, নিখুঁত বৃত্ত সংক্ষেপে (সামান্য) বা জাতি, অলীক নয়।

প্লেটোর জাতিতত্ত্বের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হল — বিশেষের সাথে জাতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। বিশেষ ও জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ সে সম্পর্কে প্লেটো কতগুলি মত প্রকাশ করেছেন —

1) মূল ও তার অনুকৃতির সম্পর্ক (Relation of Original to its copy)

প্লেটো জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মূলের সঙ্গে তার অনুকরণ কিংবা আদর্শের সঙ্গে সেই আদর্শ অনুসারে সৃষ্ট বস্তুর কথা বলেছেন। যেমন — বাস্তব জগতে



Scanned with CamScanner

সে সব গরু দেখি সেগুলি অসম্পূর্ণরূপে প্রতিমূর্ত আদর্শ গরুর অসম্পূর্ণ প্রতিরূপমাত্র। বস্তুত: আদর্শ বলতে যে আদর্শ মানুষের কথা বলা হয় তা বাস্তবত: বিশেষই মাত্র, যার দেশ-কালে অস্তিত্ব আছে। ∴ বলা যায়— আদর্শের সাথে নকলের সম্পর্ক হল ছবির সঙ্গে বস্তুর আবার বিশেষের সাথে বিশেষের সম্পর্ক।

অতএব অ্যারিস্টটলের মতে কোন আদর্শের বাস্তব দৃষ্টান্ত কি করে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ হবে? তাই তিনি বস্তুর সাথে প্রত্যয়ের সম্পর্ককে মূল ও অনুকৃতির সম্পর্কের অনুরূপ বলেননি। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, আদর্শের জন্য যেমন জাতির প্রয়োজন নয়, তা ব্যক্তিরই প্রয়োজন। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে, আদর্শ ব্যক্তি কারও প্রতিরূপ নয়, তা নিজে নিজেই আদর্শ।



## 2) অংশগ্রহণের সম্পর্ক (The Relation of Participation)

এখানে 'অংশগ্রহণ' বলতে প্লেটো বলেছেন বিশেষ ব্যক্তি সামান্যে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, ব্যক্তি কিভাবে সামান্যে অংশগ্রহণ করে?



অ্যারিস্টটলের মতে অংশগ্রহীতা ও অংশদাতা উভয়ই ব্যক্তি। কেউই জাতি নয়, অংশগ্রহণের বিষয়টি নিছক উপমা মাত্র। তাই অ্যারিস্টটল মনে করেন, হয়তো প্লেটো এইভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও সামান্য তত্ত্ব উভয়ের ঐক্য বোঝাতে চেয়েছেন। তাই এর থেকে সামান্য বা জাতিতত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না।

Scanned with CamScanner

### 3) উদাহরণের সম্বন্ধ (Relation of Instancing)

ব্যক্তির সাথে জাতির সম্বন্ধ হল প্লেটোর মতে উদাহরণ ও উদাহৃতের সম্বন্ধের মত। হুসার্ল বলেন যে, ব্যক্তি জাতিকে মূর্ত রূপ দেয় বা ব্যক্তির মধ্যেই শুধু জাতির উদাহরণ পাওয়া যায়। তাহলে ভারী ও হালকা বস্তুর মধ্যে যথাক্রমে গুরুত্ব ও লঘুত্ব এই জাতির উদাহরণ পাওয়া যাবে, কিন্তু তা হয় না, যেহেতু গুরুত্ব ও বা লঘুত্ব কোন বস্তুর আপেক্ষিক গুণ।

প্লেটো এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য বলেন এই বাস্তব জগতে দুধরনের পদার্থ আছে - জাতি ও ব্যক্তি। জাতি আবার দুপ্রকার হতে পারে - বৈশিষ্ট্য ও সম্বন্ধ। যেহেতু এদের উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, তাই উভয়ই সামান্য।



∴ প্লেটোর মতে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির থেকে আলাদাভাবে জাতির অস্তিত্ব আছে। তাই প্রকৃত ত্রিভুজের ধারণা কোন না কোন পাত্রের যা বস্তুর ধারণা, এগুলি যে-সব পরিশুদ্ধের ধারণা, প্লেটোর মতে এগুলিই হলো জাতি।



Scanned with CamScanner